

উৎস কোথায়??

একটা সময় ছিল ইউনিভার্সিটিতে আড্ডা দেয়ার সময় পরীক্ষা নিয়ে টিউটোরিয়াল নিয়ে বন্ধুরা মজা করে বলতাম, ‘কোন গতি নাই’। তখন অন্যরা বলত না তা হবে না, যার কোন গতি নেই তারও দুটো গতি আছে, আর্থিক আর বার্ষিক। সুতরাং গতি নাই কথাটা উইথড্র কর। ইউনিভার্সিটির সব বন্ধুদের সাথে আর সেরকম যোগাযোগ নেই, জীবনের টানে অনেকেই অনেক জায়গায় ছিটকে পড়েছি, নইলে আজ দেশের যা অবস্থা তাতে জানতে ইচ্ছে করে বন্ধুদের কাছে, আর্থিক গতি কিংবা বার্ষিক গতি কি বাংলাদেশের উপর দিয়েও বয় নাকি দুর্গতিই এদেশের মানুষের গতি?

প্রায় প্রতি সামারাই নেদারল্যান্ডসের বড় বড় কোম্পানীগুলো তাদের কর্মচারীদের বার্ষিক বেতন - ভাতা এগুলো ঠিক করে। নির্দিষ্ট সময়ের প্রায় তিন মাস আগে থেকেই দেখা যায় ইউনিয়নের সাথে মোট বৃদ্ধির শতকরা হিসাবের ০, ২৫ % কিংবা ০,৩০ % নিয়ে একটা দড়ি টানাটানি লেগে থাকে মালিক পক্ষের। এটা কি ৩, ৫০ % হবে না ৩,৭০ % নাকি ৩,৮৫ % সেই নিয়ে চলে আলোচনা। ইউনিয়ন তার পক্ষে জনবল টানার জন্য কোম্পানীর মাসিক পত্রিকাগুলোতে বক্স নিউজ দিতে থাকে, অন লাইনের সাইট গুলোতে বিজ্ঞাপন দিতে থাকে, যখন লোকে অফিসে ঢুকে তখন হাতে হাতে লিফলেট দেয়, অমুক দিন পার্কিং লটে মিটিং বা প্রটেস্ট হবে, লাঞ্চ ব্রেকের সময়, হালকা লাঞ্চ সার্ভ করা হবে ফ্রীতে, সাথে অমুক ব্যান্ড, তমুক অর্কেস্ট্রা আসবে, লাইভ মিউজিক থাকবে, চমৎকার ওয়েদার থাকবে, লোকজন যেনো দয়া করে আসেন কারণ এটা তাদের ভালোর জন্য, তাদের বেতন, তাদের স্বাস্থ্য, উন্নতির জন্য করা হয়েছে। তারপরও দেখা যায় কারো কোন মাথা ব্যাথা বা গা ব্যাথা নেই সেটা নিয়ে। কিন্তু ব্যাপারটা খুব সামান্যও না। প্রতি মাসে যদি ৩০ ইউরোও বেতনের হেরফের হয় বারো মাসে সেটা ৩৬০ ইউরো, এর উপর ভিত্তি করেই বোনাস ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা আসবে, তারপরের বছরের বেতন এর উপরেই চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়বে। আর এগুলো যে লোকে জানে না বা বুঝে না, তা কিন্তু না, সেটুকু পড়াশোনা এদেশে সবার জন্যই বাধ্যতামূলক আর তাছাড়া ইউনিয়নগুলো সেগুলো ভালো করে গ্রাফ একে একে বোঝাতে কোন পর্ব বাদ রাখে না। কিন্তু তারপরও দেখা যায়, আশানুরূপ মানুষ হয় না, লাঞ্ছের প্যাকেট হাতে নিয়ে ভলান্টিয়াররা ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কারণ বেচে থাকার জন্য যতোটুকু দরকার তার চেয়েও কিছুটা বেশী ঘরে আসছে প্রত্যেকেরই, তাই কবে কখন দুর্দিন আসবে তা নিয়ে কেউ ব্যস্ত নয়। আর দুর্দিন এলেই কি সোস্যাল সিকিউরিটিতে আছেই, আছে ইনস্যুরেনস আর নানারকম পলিসি। তাই তাদেরকে উত্তেজিত করা এতো সহজ নয়।

একটা সামান্য কার্টুনকে কেন্দ্র করে দেশব্যাপী যে নাটক মঞ্চস্থ হলো, হচ্ছে জানতে ইচ্ছে করে এর উৎস কোথায়? ক্রমাগত দ্রব্যমূল্য বেড়ে যাওয়ার দুঃসহ পরিস্থিতি, বেকারত্ব, হতাশা, এসব কিছুই কি লোক কে তুচ্ছ কোন কারণে ঝাপিয়ে পড়তে, জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিতে উৎসাহিত কিংবা ধাবিত করে? ক্ষুধার্ত মানুষকে উত্তেজিত করা খুবই সোজা। যারা নিজেদের জীবনের অক্ষমতার আর ব্যর্থতার বোঝা আর বইতে পারছেন না তারা যেকোন একটা উপলক্ষ্য পেলেই ঝাপিয়ে পড়ে নিজের কৃতৃত্ব প্রমাণ করতে চান। ভাবেন এ জগৎ তাতো বৃথাই গেলো পরজনমের জন্য যদি কিছু করতে পারি।

জীবনের চিরবঞ্চনা, অতৃপ্ত সমস্ত সাধ হলো এ বিক্ষোভের উৎস। উপলক্ষ্য চাই নিজেদের ব্যস্ত রাখতে উপলক্ষ্য, তা সে যাই হোক না কেন, কতো তুচ্ছ আর সাধারণ। কার্টুন হোক কিংবা ফুটবল কিংবা দাড়িয়াবান্ধা। ভেঙ্গে চুরে, ধ্বংস করে জীবন জ্বালা যদি কিছুটা জুড়ায়। আর এর সুযোগ নেন ক্ষমতাসীনরা, নিজেদের উদ্দেশ্য সাধন করেন, নিজেদের অক্ষমতা ঢাকেন। ক্ষমতাসীনরা ইচ্ছে করেই স্পর্শকাতর ইস্যু তৈরী ও লালন করেন যাতে চির অভাবী জনগণরা তা নিয়ে মারামারিতে ব্যস্ত থাকে আর সে সুযোগে তারা তাদের লোভ লালসা চরিতার্থ করতে পারেন। গুজরাটের দাঙ্গা তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। হাজার ব্যর্থতা চতুর্দিকে কিন্তু দেশসুদ্ধ সব পড়লেন কার্টুন নিয়ে, এর চেয়ে জরুরী আর কোন ইস্যুতো আর হতেই পারে না, এ মুহূর্তে। প্রাণ যায় যাক কিন্তু ইমানের গায়ে আচ লাগতে পারবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা এক ডাঙাতেই ঠাঙা কিন্তু কার্টুন তুষের আগুনের মতো রোজ ধিকি ধিকি জ্বলছে চারিধারে। সাংবাদিকদের উপড়ে সারা জীবনের রাগ ক্ষমতাসীনদের, তাই একবার যখন তাদের বাগে পাওয়া গেছে, বার বার মাফ চাইয়ে মনের সুখ, ঝাল সব মিটিয়ে নিচ্ছেন। নেদারল্যান্ডসের ট্যাক্স অফিস নিয়ে একটা মজার গল্প প্রচলিত আছেন। এক বুড়ো ট্যাক্স অফিসের লাইনে দাড়িয়ে আছেন, যখন তার টার্ন আসলো তিনি এসে জিজ্ঞেস করলেন অমুক ট্যাক্স অফিসারটি কোথায়? তখন ডেস্ক এ যে বসে আছেন তিনি বলেন তিনি তো মারা গেছেন। এ জবাব শুনে তিনি লাইনের পেছনে গিয়ে দাড়ালেন আবার তার টার্ন আসলে তিনি একই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন, একই উত্তর পেয়ে আবার লাইনের পিছনে যেয়ে দাড়ালেন। এভাবে সারাদিন চলতে থাকলে ডেস্ক অফিসার জিজ্ঞেস করলেন, আপনি ঠিক করে বলুনতো কি চান? তখন ভদ্রলোক উত্তর দিলেন, আমি বারবার শুনে চাই যে সেই অফিসারটি মারা গেছেন। তিনি আমাকে ট্যাক্স নিয়ে এতো পেরেশান করেছেন যে, তিনি যে মরে গেছেন, এ খবর শুনে শুনে আমার মন ভরছে না। সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, লেখক, কার্টুনিষ্ট, কলামিষ্টরা এতো পেরেশান করেছে এসব ক্ষমতালোচী পশুদের যে এদের হাত জোর করিয়ে করিয়ে তাদের তৃপ্তি হচ্ছে না। প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, এরপর সাংবাদিক, তারপর

বেচারি আরিফ, জীবন শুরু না হতেই কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে, কেউ নেই তার পাশে। কিসের বলি সে হচ্ছে, সে নিজেও জানে না। এ সমস্তই সাজানো নাটক, উদ্দেশ্য মুক্তচিন্তা, স্বাধীন চেতনার গলা টিপে শেষ করে দেয়া। না থাকবে বাশ আর না বাজবে বাশী।

তানবীর তালুকদার
২৪।০৯।০৭